ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিজ্ঞারক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

❑ অধ্যায়টি পড়ে জানতে পারব

- প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা
- মানব জীবনে প্রতিজ্ঞা রৰার প্রয়োজনীয়তা
- রাজার প্রতিজ্ঞা রৰার গল্প
- ধর্মের অঙ্গ হিসেবে প্রতিজ্ঞা রৰার গুরবত্ব

❑ অধ্যায়ের মূলকথা জেনে নেই

প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কথা দেওয়া, শপথ করা। নিজের ৰতি হলেও প্রতিজ্ঞারৰা করা কর্তব্য। রাজার প্রতিজ্ঞা রৰার গল্প থেকে আমরা এই নীতি শিৰা পাই যে, নিজের ৰতি হলেও প্রতিজ্ঞারৰা করতে হয়। প্রতিজ্ঞারৰা ধর্মের অঙ্গ। প্রতিজ্ঞা রৰার জন্য রাজা অলক্ষ্মীর মূর্তিও ক্রয় করেছেন। তাই ধর্মদেবসহ অন্যান্য দেব-দেবীরা রাজার প্রতিজ্ঞা ধর্ম পালনে খুশি হয়েছেন। আমরাও সব সময় প্রতিজ্ঞারৰা করে চলব।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। প্রতিজ্ঞারৰা ——— একটি অঙ্গ।

২। ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা ——— রৰা করেন।

৩। কুম্ভকার একটি ——— মূর্তি নিয়ে এলেন।

৪। ——— পালন করা ধর্মের কাজ।

৫। প্রজাদের ——— কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য।

উত্তর : ১। ধর্মের ২। প্রতিজ্ঞা ৩। অলক্ষ্মীর ৪। প্রতিজ্ঞা ৫। সুখ-দুঃখের।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ	ধর্মের একটি অঙ্গ।
২। প্রতিজ্ঞারৰা	ধার্মিক হওয়া যায়।
৩। প্রতিজ্ঞারৰা করলে	রাজার বদনাম হয়।
৪। ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা	ভঙ্গ করেন না।
৫। প্রজারা কষ্টে থাকলে	কথা দেওয়া।
	রাজার সম্মান বাড়ে।

উত্তর :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ **কথা দেওয়া**।

২। প্রতিজ্ঞারৰা **ধর্মের একটি অঙ্গ**।

৩। প্রতিজ্ঞারৰা করলে **ধার্মিক হওয়া যায়**।

৪। ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা **ভঙ্গ করেন না**।

৫। প্রজারা কষ্টে থাকলে **রাজার বদনাম হয়**।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কী?

ক. স্মরণ করা　　খ. ভঙ্গ করা
গ. রৰা করা　　✓ঘ. শপথ করা

২। লোকটি কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

✓ক. পেঁপে　　খ. কলা
গ. আম　　ঘ. বেগুন

৩। কুম্ভকার কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

ক. গণেশের মূর্তি　　✓খ. অলক্ষ্মীর মূর্তি

গ. লক্ষ্মীর মূর্তি ঘ. কালীর মূর্তি

৪। বাজারে অবিক্রীত মালামাল কে ক্রয় করতেন?

ক. জমিদার খ. প্রজা

✓গ. রাজা ঘ. মন্ত্রী

৫। রাজা কী রক্ষা করেছিলেন?

✓ক. প্রতিজ্ঞা খ. চরিত্র

গ. সম্মান ঘ. রাজ্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

---

১. প্রতিজ্ঞা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কাউকে কোনো বিষয়ে কথা দেওয়া বা শপথ করাকে প্রতিজ্ঞা বলে।

২. কারা সর্বদা প্রতিজ্ঞারক্ষা করে চলেন?

উত্তর : যারা ভালো মানুষ বা ধার্মিক তারা সর্বদা প্রতিজ্ঞারৰা করে চলেন।

৩. বাজারে অবিক্রীত মালামাল কে এবং কেন ক্রয় করেন?

উত্তর : বাজারে অবিক্রীত মালামাল রাজা ক্রয় করেন। কারণ তিনি চিন্তা করেছিলেন কেউ যদি বাজারে তার পণ্য বিক্রি করতে না পারে তাহলে তার সংসার চালাতে অসুবিধা হবে। রাজা তাই অবিক্রীত মালামাল ক্রয়ের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৪. দেবতারা রাজার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

উত্তর : রাজা বাজারের অবিক্রীত অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনে রাজবাড়িতে রাখায় দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

৫. ধর্মদেব রাজার কথায় সন্তুষ্ট হলেন কেন?

উত্তর : প্রতিজ্ঞা পালন করা ধর্মের কাজ। রাজা বাজারের অবিক্রীত অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনে প্রতিজ্ঞারৰা করেছেন। আর প্রতিজ্ঞারৰা করা ধর্মের অঙ্গ। তাই ধর্মদেব রাজার কথায় সন্তুষ্ট হলেন।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

---

১. প্রতিজ্ঞারক্ষা করলে কী হয় তা বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : প্রতিজ্ঞারৰা ধর্মের অঙ্গ। এটি একটি মহৎ গুণ। তাই প্রতিজ্ঞা করলে তা রৰা করা কর্তব্য। দেবতারাও প্রতিজ্ঞা রৰাকারীর সহায় হন। প্রতিজ্ঞারৰা করলে ধার্মিক বা ভালো মানুষের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

২. লোকটি কাঁদছিল কেন? রাজা তার জন্য কী করলেন?

উত্তর : 'রাজার প্রতিজ্ঞারৰা' গল্পে লোকটি এক ঝুঁড়ি কাঁচা পেঁপে বাজারে এনেছিল বিক্রির জন্য। এগুলো বিক্রির টাকা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের জন্য সে চাল–ডাল কিনবে। পরিবার নিয়ে খাবে। কিন্তু কেউ তার পেঁপে কিনল না। তাই সে কাঁদছিল।

রাজা প্রাসাদ থেকে কান্নারত লোকটিকে দেখে তাকে প্রাসাদে ডাকালেন। তার সব কথা শুনে কর্মচারীকে রাজকোষ থেকে টাকা দিয়ে সব পেঁপে কিনে নিতে বললেন। কর্মচারী তাই করল। লোকটি রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে চাল-ডাল কিনে মনের আনন্দে বাড়ি গেলেন।

৩. প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রাজা কী করেছিলেন?

উত্তর : রাজা প্রতিজ্ঞারৰা করেছিলেন, তাঁর বাজারে বিক্রির জন্য আনা কোনো জিনিস অবিক্রীত থাকবে না। কেউ না কিনলে সে কিনে নিবে। একদিন এক কুম্ভকার অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে এলেন তার বাজারে বিক্রির জন্য। কিন্তু অমঙ্গল হবে ভেবে কেউ তার অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনল না। কিন্তু রাজা প্রতিজ্ঞা রৰার জন্য ৰতি হবে জেনেও অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন।

৪. লক্ষ্মী দেবীসহ অন্যান্য দেব–দেবী রাজার বাড়ি ফিরে এসেছিলেন কেন?

উত্তর : রাজা অলক্ষ্মীর মূর্তি ঘরে রাখায় লক্ষ্মী, কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতীসহ সব দেবতাই চলে গেলেন। তাঁদের দেখাদেখি ধর্মদেবও চলে যেতে লাগলেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন, 'ধর্মদেব, আপনি যাচ্ছেন কেন?' ধর্মদেব বললেন, 'মহারাজ সব দেবতা চলে গেলে আমি থাকি কী করে?' রাজা বললেন, 'ধর্মদেব, আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। প্রতিজ্ঞা পালন করা ধর্মের কাজ। তাই আমি অলক্ষ্মীর মূর্তি ক্রয় করেছি। আমি ধর্মের কাজ করেছি। সুতরাং অন্য সবাই গেলেও আপনি তো যেতে পারেন না।' রাজার কথায় ধর্মদেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আর

গেলেন না। তিনি তাঁর জায়গায় থাকলেন। তখন অন্যসব দেব–দেবীও ফিরে এলেন।

৫. **‘রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা’ গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?**

উত্তর : ‘রাজার প্রতিজ্ঞারৰা’ গল্প থেকে আমরা এই নীতি শিৰা পাই যে, প্রতিজ্ঞারৰা করা ধর্মের অঙ্গ। নিজের ৰতি হলেও প্রতিজ্ঞারৰা করতে হবে। যিনি প্রতিজ্ঞারৰা করেন দেবতারা তার সহায় হন। তাই আমরা সবাই প্রতিজ্ঞারৰা করব।

৬. **‘রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা’ গল্প অবলম্বে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা কর।**

উত্তর : রাজা হলেন রাজ্যের কর্তা। প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য। কোনো প্রজা কষ্টে থাকলে তাতে রাজার অকল্যাণ ও বদনাম হয়। তাই প্রজাদের সার্বিক মঙ্গল চিন্তা করাই রাজার কর্তব্য।

অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

❑ **ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :**

১) প্রতিজ্ঞারৰা একটি	প্রতিজ্ঞারৰা করে চলেন।
২) ভালো মানুষেরা	মহৎ গুণ।
৩) রাজা বাজারের	অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে এলেন।
৪) কুম্ভকার বাজারে	সন্তুষ্ট হলেন।
৫) ধর্মদেব রাজার কথায়	ধর্ম পালন করলেন।
	অবিক্রীত জিনিস কেনার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

উত্তর :

১) প্রতিজ্ঞারৰা একটি **মহৎ গুণ**।

২) ভালো মানুষেরা **প্রতিজ্ঞারক্ষা করে চলেন**।

৩) রাজা বাজারের **অবিক্রীত জিনিস কেনার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন**।

৪) কুম্ভকার বাজারে **অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে এলেন**।

৫) ধর্মদেব রাজার কথায় **সন্তুষ্ট হলেন**।

❑ **শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর :**

১) কোনো প্রজা কষ্টে থাকলে রাজার সুনাম হয়।

২) রাজার কাজে ধর্মদেব সন্তুষ্ট হলেন।

৩) কুম্ভকার বাজারে পেঁপে নিয়ে এসেছিলেন।

৪) রাজা বাজারের অবিক্রীত মালামাল কেনার ঘোষণা দিলেন।

৫) প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ শপথ করা।

উত্তর : ১) ‘অ’ ২) ‘শু’ ৩) ‘অ’ ৪) ‘শু’ ৫) ‘শু’

❑ **শূন্যস্থান পূরণ :**

১. আমরা সব সময় ——— করে চলব।

২. যিনি প্রতিজ্ঞারৰা করেন ——— তাঁর সহায় হন।

৩. প্রতিজ্ঞারৰা করে রাজা ——— পালন করলেন।

৪. রাজা ——— মূর্তিটি কিনে যত্ন করে ঘরে রেখে দিলেন।

৫. রাজা বাজারের ——— মালামাল কেনার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

উত্তর : ১. প্রতিজ্ঞারৰা ২. দেবতারাও ৩. ধর্ম ৪. অলক্ষ্মীর ৫. অবিক্রীত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

প্রতিজ্ঞারক্ষা

১. কারা প্রতিজ্ঞারক্ষা করে চলেন? ক

ক যারা ভালো মানুষ | খ যারা ধনী মানুষ
গ যারা বুদ্ধিমান মানুষ | ঘ যারা শিৰিত মানুষ

২. আমরা প্রতিজ্ঞারক্ষা করে —— পালন করব। গ

ক উৎসব | খ শোক
গ ধর্ম | ঘ জন্মদিন

রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা

৩. রাজা লোকটির কথা শুনে কী করলেন? খ

ক লোকটিকে প্রহার করলেন
খ লোকটির পেঁপে কিনে রাখতে বললেন
গ লোকটিকে কারাগারে পাঠাতে বললেন
ঘ লোকটিকে খাবার দিতে বললেন

৪. লোকটি পেঁপে বিক্রির টাকা দিয়ে কী করত? গ

ক মাছ ধরার জাল কিনত
খ ছেলের জন্য জামা কিনত
গ খাবার জন্য চাল–ডাল কিনত
ঘ স্ত্রীর জন্য শাড়ি কিনত

৫. বাজারের অবিক্রীত মালামাল কেনার জন্য কে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? ঘ

ক রাজ কর্মচারী | খ কুম্ভকার
গ মন্ত্রী | ঘ রাজা

৬. গৃহস্থের অমঙ্গল হয় কীসে? খ

ক অবিক্রীত মাল কিনলে
খ অলক্ষ্মীর মূর্তি ঘরে রাখলে
গ গাছের পেঁপে বিক্রি করলে
ঘ রাজার কথা শুনলে

৭. কুম্ভকারের অলক্ষ্মীর মূর্তি কে কিনেছিল? ক

ক রাজা | খ কৃষক
গ পেঁপে বিক্রেতা | ঘ রাজ কর্মচারী

৮. রাজা অলক্ষ্মীর মূর্তি ঘরে রাখায় নিচের কোন ঘটনাটি ঘটেছিল? খ

ক রাজার আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল
খ দেবতারা ঘর ছেড়েছিলেন
গ ধর্মদেবতা ঘর ছেড়েছিলেন
ঘ রাজার বদনাম হয়েছিলেন

৯. রাজার কথায় কে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন? গ

ক কার্তিক | খ গণেশ
গ ধর্মদেব | ঘ সরস্বতী

১০. রাজার কর্তব্য কী? ঘ

ক রাণীর সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা
খ নিজের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা
গ মন্ত্রীদের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা
ঘ প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা

➲ <u>যোগ্যতাভিত্তিক</u>

শিখনফল : প্রতিজ্ঞা রৰার গুরবত্ব বুঝতে পারব।

১১. সুনীল ভালো ছেলে। ধর্ম পালনের জন্য তাকে নিচের কোন কাজটি করতে হবে? খ

ক হিংসা | খ প্রতিজ্ঞারৰা
গ অন্যের ৰতি | ঘ পরনিন্দা

শিখনফল : কুম্ভকারের কাজ সম্পর্কে জানব।

১২. তোমার পাড়ায় একজন কুম্ভকার রয়েছেন। তিনি কী কাজ করেন? গ

ক সোনার জিনিস তৈরি করেন
খ কাঠের জিনিস তৈরি করেন
গ মাটির জিনিস তৈরি করেন
ঘ পিতলের জিনিস তৈরি করেন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. রাজা কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

উত্তর : রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাজারের সব অবিক্রীত মালামাল তিনি কিনে রাখবেন।

২. কে অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে বাজারে এসেছিলেন?

উত্তর : কুম্ভকার অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে বাজারে এসেছিলেন।

৩. কারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না?

উত্তর : যারা ভালো মানুষ, ধার্মিক মানুষ তাঁরা কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। নিজের ৰতি হলেও তাঁরা প্রতিজ্ঞারৰা করে চলেন।

৪. রাজা প্রাসাদে দাঁড়িয়ে কী দেখেছিলেন?

উত্তর : রাজা প্রাসাদে দাঁড়িয়ে এক লোককে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছিলেন।

৫. 'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্পের নীতি শিক্ষা কী?

উত্তর : 'রাজার প্রতিজ্ঞারৰা' গল্পের নীতি শিৰা হলো– প্রতিজ্ঞারৰা ধর্মের অঙ্গ।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

১. প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কী? প্রতিজ্ঞারক্ষা করা কর্তব্য কেন? কারা প্রতিজ্ঞারক্ষা করেন?

উত্তর : প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ কথা দেওয়া।

প্রতিজ্ঞারৰা করা কর্তব্য, কারণ এটি ধর্মের অঙ্গ। যাঁরা ভালো মানুষ বা ধার্মিক, তাঁরা সর্বদা প্রতিজ্ঞারৰা করে চলেন।

২. 'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্পের রাজার প্রতিজ্ঞাটি কী ছিল? প্রতিজ্ঞারক্ষা করতে গিয়ে রাজাকে কী সমস্যায় পড়তে হয়েছিল?

উত্তর : 'রাজার প্রতিজ্ঞারৰা' গল্পে রাজার প্রতিজ্ঞাটি ছিল কেউ তার বাজারে কোনো মালামাল বিক্রি করতে এলে সেই মালামাল যদি বিক্রি না হয়, তবে তিনি সেগুলো কিনে নিবেন।

প্রতিজ্ঞারৰা করতে গিয়ে একদিন রাজা এক কুম্ভকারের অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনে ঘরে যত্ন করে রেখে দিলেন। অলক্ষ্মীর মূর্তি ঘরে রাখায় লক্ষ্মী দেবী রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। একে একে কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতী সব দেবতাই রাজবাড়ি ছেড়ে দিলেন।

➲ <u>যোগ্যতাভিত্তিক</u>

৩. রাজু সমীরকে কঠিন অংকগুলো বুঝিয়ে দিবে বলে কথা দিয়েছিল। পরবর্তীতে রাজু তার কথা রেখেছিল। রাজুর কাজ থেকে আমরা কোন ধরনের নৈতিক শিক্ষা পাই? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : রাজুর কাজ থেকে আমরা যে ধরনের নৈতিক শিৰা পাই তা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো :

১) কাজটির মাধ্যমে রাজু তার প্রতিজ্ঞারৰা করেছে।
২) প্রতিজ্ঞারৰা করা ধর্মের অঙ্গ।
৩) নিজের ৰতি হলেও প্রতিজ্ঞারৰা করা উচিত।
৪) প্রতিজ্ঞারৰা করলে দেবতারা খুশি হন।
৫) রাজু অন্তর দিয়ে প্রতিজ্ঞারৰা করেছে বলে দেবতারা তার সহায় হবেন।

❑ **অধ্যায়টি পড়ে জানতে পারব**

- 'গুরব' শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা
- পঞ্চগুরবর পরিচিতি
- আমাদের জীবনে পঞ্চগুরবর দায়িত্ব ও কর্মের গুরবত্ব
- গুরবভক্তির প্রয়োজনীয়তা

❍ আরবণির গুরবভক্তির কাহিনি ❍ গুরবভক্তির নৈতিক শিৰা

❑ **অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই**

'গুরব' শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি সম্মানে ও বয়সে বড়। শাস্ত্র অনুসারে যিনি জ্ঞান দান করেন তিনিই গুরব। এই জগৎ সংসারে আমাদের পাঁচজন বিশেষ গুরব রয়েছেন। তাঁরা হলেন– মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিৰক ও দীৰাদাতা। এদেরকে পঞ্চগুরব বলে। শাস্ত্রে মাতা ও পিতাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চগুরব আমাদেরকে মানবতা, ধর্ম, নৈতিকতা প্রভৃতির শিৰা দিয়ে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে সহায়তা করেন। 'আরবণির গুরবভক্তি' গল্প থেকে আমরা এই নৈতিক শিৰা পাই যে, গুরবজনকে ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। ভক্তি ছাড়া জীবনে সফল হওয়া যায় না।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। সকলের জীবনে ——— প্রয়োজন অনেক।

২। ——— পিতা–মাতার স্থান অনেক উঁচুতে।

৩। জননী জন্মভূমিশ্চ ——— গরীয়সী।

৪। শিৰক আমাদের ——— আলো দেন।

৫। ——— ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।

৬। পঞ্চগুরব আমাদের ——— কামনা করেন।

উত্তর : ১। গুরবর ২। শাস্ত্রে ৩। স্বর্গাদপি ৪। জ্ঞানের ৫। দীৰাদাতা ৬। শুভ

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। গুরব আমাদের	পাঁচজন।
২। বিশেষ গুরব	মহাগুরব।
৩। ভক্তি ছাড়া জীবনে	উদ্দালক।
৪। আরবণির নতুন নাম হলো	মঙ্গল করেন।
৫। পিতা ও মাতা হলেন	সফলতা আসে না।
	উপমন্যু।

উত্তর :

১। গুরব আমাদের **মঙ্গল করেন**।

২। বিশেষ গুরব **পাঁচজন**।

৩। ভক্তি ছাড়া জীবনে **সফলতা আসে না**।

৪। আরবণির নতুন নাম হলো **উদ্দালক**।

৫। পিতা ও মাতা হলেন **মহাগুরু**।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। 'গুরু' শব্দের সাধারণ অর্থ কী?

✓ক. যিনি বয়সে বড় খ. যিনি বয়সে সমান
গ. যিনি বয়সে ছোট ঘ. যিনি রাজা

২। মহাগুরু কে?

ক. শিৰক ✓খ. পিতা
গ. রাজা ঘ. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

৩। ভক্তি করলে কী হয়?

✓ক. সফল হওয়া যায় খ. সম্মান পাওয়া যায়
গ. জীবন সুন্দর হয় ঘ. আনন্দ পাওয়া যায়

৪। আচার্য ধৌম্যের কয়জন শিষ্য ছিল?

ক. ১ জন খ. ২ জন
✓গ. ৩ জন ঘ. ৪ জন

৫। গুরুর আদেশে জমির আল বেঁধেছিল কে?

ক. উপমন্যু খ. বেদ
গ. প্রহ্লাদ ✓ঘ. আরবণি

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. গুরু কে?

উত্তর : যিনি সম্মান ও বয়সে বড় তিনিই গুরব। শাস্ত্র অনুসারে যিনি জ্ঞান দান করেন তিনিই গুরব।

২. গুরুজন আমাদের জন্য কী করেন?

উত্তর : গুরবজন আমাদের মঙ্গাল কামনা করেন। আমাদের সৎপথে চলার উপদেশ দেন। ধর্মপথে নিয়ে যান।

৩. শাস্ত্রে পিতা–মাতাকে কিসের সঙ্গো তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : শাস্ত্রে পিতা-মাতাকে অনেক উঁচুতে স্থান দেয়া হয়েছে। পিতাকে স্বর্গের সাথে তুলনা করে বলে হয়েছে 'পিতা স্বর্গ'। আর মাতাকে বলা হয়েছে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ– 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

৪. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য কী?

উত্তর : জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের পঞ্চগুরবর একজন। পিতার অবর্তমানে তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের মঙ্গালের জন্য কাজ করেন। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব। তাঁর আদেশ, উপদেশ মেনে চলব।

৫. ধৌম্য কে ছিলেন? তাঁর কয়জন শিষ্য ছিল? তাদের নাম লেখ।

উত্তর : ধৌম্য একজন আচার্য বা শিৰক ছিলেন। তাঁর তিনজন শিষ্য ছিল। তাঁদের নাম হলো– ১) আরবণি, ২) উপমন্যু, ৩) বেদ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

---

১. পঞ্চগুরু বলতে কাদের বোঝায়?

উত্তর : আমাদের অনেক গুরবজন আছেন। তবে পাঁচজন হচ্ছেন বিশেষ গুরব। তাঁদের একসঙ্গো বলা হয় পঞ্চগুরব। তাঁরা হলেন– পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিৰক ও দীৰাদাতা।

২. শিক্ষক আমাদের কী করেন?

উত্তর : শিৰক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তা তিনি বোঝান। তাঁর শিৰায় আমাদের জীবন সুন্দর হয়। তিনি আমাদের মঙ্গাল কামনা করেন। তাঁর উপদেশ আমরা মেনে চলব এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করব।

৩. গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

উত্তর : গুরবভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনেক। কারণ–

১) তাঁরা সব সময় আমাদের মঙ্গাল কামনা করেন;

২) আমাদের সৎপথে চলার উপদেশ দেন;

৩) আমাদের ধর্মপথে নিয়ে যান;

৪) মহাগুরব পিতা–মাতা আমাদের জন্ম দেন, লালন–পালন করেন;

৫) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের মঙ্গালের জন্য কাজ করেন;

৬) শিৰক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন। তাঁর শিৰায় আমাদের জীবন সুন্দর হয়।

৭) দীৰাদাতা আমাদের ঈশ্বর লাভের পথ দেখান ইত্যাদি।

৪. গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণি কী করেছিল?

উত্তর : আরবণি ছিলেন ধৌম্য নামে একজন আচার্যের শিষ্য। একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছে। গুরব আরবণিকে ডেকে বললেন, 'জমি থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি গিয়ে জমির আল বেঁধে এসো।' গুরবর আদেশে আরবণি চলে গেল জমির আল বাঁধতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও জল আটকাতে পারছিল না। আরবণি অন্য কোনো উপায়ও খুঁজে পেল না। শেষে নিজেই ভাঙা আলের উপর শুয়ে পড়ল। জল বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ হলো।

৫. উদ্দালক কে? তার এরূপ নামকরণের কারণ কী?

উত্তর : আরবণির অন্য নাম উদ্দালক। একদিন খুব বৃষ্টির সময় গুরব আরবণিকে জমির আল বেঁধে দেওয়ার জন্য বললেন যেন জমি থেকে জল বেরিয়ে যেতে না পারে। আরবণি অনেক চেষ্টা করেও জমির জল আটকাতে না পেরে নিজেই জমির আলে শুয়ে পড়লেন। জমি থেকে জল বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ হলো। সন্ধ্যার দিকে গুরব আরবণিকে জমির আলে শুয়ে থাকতে দেখলেন। আরবণি গুরবর নির্দেশে জমির আল থেকে উঠে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আরবণির কথা শুনে গুরব খুব খুশি হলেন। তাঁর নতুন নাম দিলেন উদ্দালক।

৬. আরুণি কে ছিল? আরুণির উপাখ্যানটি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আরুণি ছিলেন ধৌম্য নামে একজন আচার্য বা শিক্ষকের শিষ্য বা ছাত্র। আরুণির আরও দুইজন সহপাঠী ছিলেন– উপমন্যু এবং বেদ। একদিন খুব বৃষ্টির সময় গুরু আরুণিকে জমির আল বেঁধে দেওয়ার জন্য বললেন যেন জমি থেকে জল বেরিয়ে যেতে না পারে। আরুণি অনেক চেষ্টা করেও জমির জল আটকাতে না পেরে নিজেই জমির আলে শুয়ে পড়লেন। জমি থেকে জল বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ হলো। সন্ধ্যার দিকে গুরু আরুণিকে জমির আলে শুয়ে থাকতে দেখলেন। আরুণি গুরুর নির্দেশে জমির আল থেকে উঠে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আরুণির কথা শুনে গুরু খুব খুশি হলেন। তাঁদের নতুন নাম দিলেন উদ্দালক। গুরুর আশীর্বাদ পেয়ে আরুণি নিজের দেশ পঞ্চালে ফিরে গেল।

৭. আরুণির গুরুভক্তি গল্পটি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

উত্তর : 'আরুণির গুরুভক্তি' গল্প থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, গুরুজনকে ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। ভক্তি ছাড়া জীবনে সফল হওয়া যায় না। ভক্তিভরে যেকোনো কাজ করলে তাতে সফল হওয়া যায়। আর যথার্থ ভক্তি করলে গুরুজনেরাও খুশি হন। তখন তাঁরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। তাতে শিষ্যের মঙ্গল হয়।

অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

❑ **ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :**

১. যিনি জ্ঞান দান করেন	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
২. পিতা-মাতা	মন্ত্রদান করেন।
৩. পিতার অবর্তমানে গুরু	মহাগুরু।
	তিনিই গুরু।
৪. দীক্ষাদাতা আমাদের	আমাদের মঙ্গল হয়।
৫. গুরুর আশীর্বাদে	জ্ঞানের আলো দেন।

উত্তর :

১. যিনি জ্ঞান দান করেন **তিনিই গুরু**।

২. পিতা–মাতা **মহাগুরু**।

৩. পিতার অবর্তমানে গুরু **জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা**।

৪. দীক্ষাদাতা আমাদের **মন্ত্রদান করেন**।

৫. গুরুর আশীর্বাদে **আমাদের মঙ্গল হয়**।

❑ **শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর :**

১. পঞ্চগুরু আমাদের শুভ কামনা করেন।

২. দীক্ষাদাতা আমাদের ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।

৩. ধৌম্য আচার্যের চারজন শিষ্য ছিল।

৪. আরুণি গাছ ফেলে জমির জল আটকালো।

উত্তর : ১. 'শু' ২. 'শু' ৩. 'অ' ৪. 'অ'

❑ **শূন্যস্থান পূরণ :**

১. গুরুজনেরা আমাদের ——— কামনা করেন।

২. মায়ের সঙ্গে কারও ——— হয় না।

৩. দীক্ষাদাতা আমাদের ——— দান করেন।

৪. ঈশ্বর লাভের পথ দেখান ———।

৫. আরুণির শিক্ষক ———।

উত্তর :

১. মঙ্গল ২. তুলনা ৩. মন্ত্র

৪. দীক্ষাদাতা ৫. ধৌম্য।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

গুরুজনে ভক্তি

১. **শাস্ত্র অনুসারে গুরু কে?** ক
   ক) যিনি জ্ঞান দান করেন
   খ) যিনি জন্ম দেন
   গ) যিনি লালন–পালন করেন
   ঘ) যিনি খাবারের ব্যবস্থা করেন

২. **বিশেষ গুরুর সংখ্যা কতজন?** খ
   ক) চারজন খ) পাঁচজন
   গ) ছয়জন ঘ) সাতজন

৩. **মহাগুরু কে?** গ
   ক) রাজা খ) শিৰক
   গ) পিতা–মাতা ঘ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

৪. **আমাদের জীবনে কোনটির অনেক প্রয়োজন?** ঘ
   ক) টাকার খ) সম্পত্তির
   গ) বাড়ির ঘ) গুরবর

৫. **শাস্ত্রে কাদের স্থান অনেক উঁচুতে?** খ
   ক) শিৰকের খ) পিতা–মাতার
   গ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঘ) দীৰাদাতার

৬. **পিতার অবর্তমানে কে আমাদের লালন–পালন করেন?** গ
   ক) শিৰক খ) দীৰাদাতা
   গ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঘ) জ্যেষ্ঠ ভগ্নি

৭. **আমাদের জ্ঞানের আলো দেন কে?** ঘ
   ক) পিতা খ) মাতা
   গ) দীৰাদাতা ঘ) শিৰক

আরুণির গুরুভক্তি

৮. **আরুণির আচার্য বা শিক্ষকের নাম কী ছিল?** গ
   ক) কৃষ্ণ খ) গোপাল
   গ) ধৌম্য ঘ) জয়ন্ত

৯. **গুরু আরুণিকে কোন কাজের জন্য পাঠিয়েছিল?** ক
   ক) জমির আল বাঁধতে খ) মাঠের গরব আনতে
   গ) পুকুরের মাছ ধরতে ঘ) বাগানের ফল পাড়তে

১০. **আরুণি কীভাবে জমির জল আটকে রেখেছিল?** খ
   ক) জমির মাটি উঁচু করে খ) নিজে ভাঙা আলে শুয়ে
   গ) ভাঙা আলে গাছ দিয়ে ঘ) ইটের দেয়াল তৈরি করে

১১. **'আরুণির গুরুভক্তি' গল্পের নৈতিক শিক্ষা কী?** ক
   ক) গুরবভক্তি খ) পরোপকার
   গ) প্রতিজ্ঞারৰা ঘ) মানুষকে ভালোবাসা

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনফল : মহাগুরবর পরিচয় জানতে পারব।

১২. **মা-বাবা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। তারাই তোমাকে লালন–পালন করছেন। তাদেরকে বলা হয়–** গ
   ক) দীৰাদাতা খ) শিৰক
   গ) মহাগুরব ঘ) জ্যেষ্ঠ গুরব

শিখনফল : দীৰাদাতার পরিচয় পাব।

১৩. **সুকুমার বাবু তোমাদের মন্ত্র দান করেন। ধর্মের কথা বলেন। সমাজে তাঁর পরিচয় কোনটি?** খ
   ক) মহাগুরব খ) দীৰাদাতা
   গ) শিৰক ঘ) পন্ডিত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. **গুরু শব্দের সাধারণ অর্থ কী?**
উত্তর : গুরব শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি সম্মানে ও বয়সে বড়।

২. **বিশেষ গুরুর সংখ্যা কত?**
উত্তর : বিশেষ গুরবর সংখ্যা পাঁচজন।

৩. **কার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না?**
উত্তর : মায়ের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

৪. **আরুণিকে কে, কোথায় পাঠিয়েছিলেন?**
উত্তর: আরবণিকে তার গুরব ধৌম্য জমির আল বাঁধতে পাঠিয়েছিলেন।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

১. মহাগুরু কারা? তাঁদেরকে কেন মহাগুরু বলা হয়?

উত্তর : মহাগুরব দুইজন– পিতা, মাতা। তাঁদেরকে মহাগুরব বলা হয়। কারণ–

১) তাঁরা আমাদের জন্ম দিয়েছেন;

২) আমাদের লালন–পালন করেন;

৩) আমাদের সুখ–দুঃখে পাশে থাকেন;

৪) শাস্ত্রে তাঁদের স্থান অনেক উঁচুতে;

৫) তাঁরা সব সময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন;

৬) আমাদেরকে সৎপথে চলার উপদেশ দেন।

২. গুরু শব্দের অর্থ কী? বিশেষ গুরু কয়জন? আরুণির কথা শুনে গুরু কী করলেন?

উত্তর : গুরব শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি সম্মানে ও বয়সে বড়। বিশেষ গুরব পাঁচজন– ১) পিতা, ২) মাতা, ৩) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ৪) শিৰক, ৫) দীৰাদাতা। আরবণির কথা শুনে গুরব আরবণিকে আশীর্বাদ করলেন। গুরব আরবণিকে বললেন, ‘তোমার সমস্ত বিদ্যা অর্জিত হবে। এবার তুমি দেশে ফিরে যাও। আর তুমি জমির আল থেকে উঠে এসেছো। তোমার নতুন নাম হবে উদ্দালক।’

➲ <u>যোগ্যতাভিত্তিক</u>

৩. সুশান্ত তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তুমি তাঁকে কীভাবে শ্রদ্ধা করবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আমি যেভাবে শ্রদ্ধা করব তা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো :

১) তাঁর আদেশ–উপদেশ মেনে চলব।

২) তাঁর সাথে কোনো বেয়াদবি করব না।

৩) তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করব।

৪) তাঁর মনে কখনো কষ্ট দেব না।

৫) তাঁর সামনে কথা বলব বিনয়ের সাথে।